সুস্মিয় সুমন

আঁধারের জানালাটা খোলা

প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স

আঁধারের
জানালাটা
খোলা

সুস্ময় সুমন

বানান সমন্বয়ক : শতাব্দী কাদের

© : লেখক

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০২৪
প্রচ্ছদ : পরাগ ওয়াহিদ
প্রকাশক : জিয়াউল হাসান নিয়াজ

প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স
৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা

ISBN : 978-984-99434-6-4
ই-মেইল : Premiumpublications4@gmail.com

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এই বইয়ের কোনো অংশের কোনোরূপ পুনর্মুদ্রণ বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উৎসর্গ

অনিমা...

তোমাকে ছাড়া আর কাকে!

সুস্মিয় সুমন

আঁধারের জানালা খোলা

১

'ময়না, ও ময়না।'

'জে, আম্মা।'

'ঠিক কইরি ক তো, বাপ, ঠিক কইরি ক, তুই কিছু জানিস নে?'

ময়না বিরক্ত হলো। এই হয়েছে এক জ্বালা। মাকে কোনোভাবে বোঝানো যাচ্ছে না ব্যাপারটা। কাল রাত থেকে কানের কাছে ঘ্যানঘ্যান শুরু করেছে। অসহ্য যন্ত্রণা। কোনোভাবে মায়ের যান্ত্রিক মুখটা যদি বন্ধ করে দেওয়া যেত, ভাবল সে।

কুলসুম বানু ছেলের দিকে তাকাল। ময়নার বয়স চৌদ্দ। এই বয়সেই ছেলেটা কেমন যেন অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। চোখের দৃষ্টি বড়দের মতো তীক্ষ্ণ। সারাক্ষণ জ্বলজ্বল করছে। নাকের নিচে হালকা শিকনি ঝুলে থাকে। ঠান্ডার ধাত। শীত-গ্রীষ্ম খকর খকর কাশি। ডাক্তার দেখিয়ে লাভ হয়নি। ওষুধ খেলে কিছুদিন ঠিক থাকে, তারপর আবার সেই একই অবস্থা।

ময়না মায়ের সামনে মাথা গোঁজ করে দাঁড়িয়ে আছে। মেজাজ খারাপ লাগছে তার। কী দরকার ছিল অসময়ে বাড়িতে আসার! তার চেয়ে খিদে চেপে পল্টুর সঙ্গে গুটি খেললেই পারত। তাহলে আর মায়ের এই ঘ্যানঘ্যানানি শোনা লাগত না। আর সালাম দোকানদারটাও হয়েছে বজ্জাতের ঝাড়। ব্যাটা যদি তাকে আর পল্টুকে দুটো বিস্কুট ছুড়ে দিত, কী এমন ক্ষতি হতো লোকটা! না, তা তো দিলই না, বরং তার বাপ-মা তুলে খিস্তি করল। ঘুষি বাগিয়ে তেড়েও এসেছিল মারতে। ওর হাতে ধরা পড়লে খবরই ছিল।

বুনো মহিষের মতো শরীর সালামের। সারাক্ষণ ভোঁস ভোঁস করে নিশ্বাস ফেলে। হলুদ দাঁতগুলো কত দিন যে মাজে না, খোদা জানে। তাকালেই গা গুলিয়ে বমি আসে ময়নার।

ময়না মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সুযোগ পেলে বজ্জাত লোকটাকে সে খুন করবে সে, ঠিক যেভাবে গায়েব করে দিয়েছে লাল মিয়াকে!

'ও বাপ, ও ময়না,' আবারও কুলসুম বানুর একঘেয়ে কণ্ঠ। 'বল না বাপ, লাল মিয়ার ব্যাপারে তুই কিছু জানিস নে?'

ময়নার মেরুদণ্ডের কাছটা শিরশির করে উঠল। বোঝাই যাচ্ছে লাল মিয়ার ব্যাপারে মা খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছে। তা তো হবেই, হাজার হোক, লাল মিয়ারা তাদের প্রতিবেশী।

লাল মিয়া বয়সে ময়নার মতো। সেই ছেলে নিয়মিত খেলাধুলা করত ময়নার সঙ্গে, একসঙ্গে স্কুলে যেত। লাল মিয়ার বাপ ভ্যান চালায়। মা'টা মানুষের বাড়িতে বুয়ার কাজ করে। তাদের তিন ঘর পরই লাল মিয়াদের বাড়ি। একই বস্তিতে থাকত তারা। সেই লাল মিয়া হঠাৎ করেই চার দিন আগে গায়েব হয়ে গেছে! বহু খোঁজাখুঁজি করেও তার টিকিটির সন্ধান পাওয়া যায়নি।

যেন জলজ্যান্ত একজন মানুষ পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে উধাও হয়ে গেছে।

পুলিশ এসেছিল, কিন্তু তারা খুব বেশি পাত্তাটাত্তা দেয়নি। একটু-আধটু পুছতাছ করে চলে গেছে। হাজার হোক, লাল মিয়ার বাপ সামান্য একজন ভ্যানচালক। তার ছেলে হারিয়ে যাওয়ার চেয়ে বড়লোকবাড়ির একটা কুকুর হারিয়ে যাওয়া অনেক বড় ব্যাপার।

পুলিশের গোঁফঅলা অফিসার কেবল বলে গেছে, তদন্ত করে কিছু পেলে তারা জানাবে লাল মিয়ার পরিবারকে।

পুলিশের কথাবার্তা সবই শুনেছে ময়না। ওরা যখন এসেছিল, আশপাশেই ঘুরঘুর করছিল সে।

লাল মিয়ার বাপ আবদুল করিম পুলিশের সঙ্গে তাকে কথা বলিয়ে দিয়েছে। গোঁফঅলা অফিসার ময়নাকে দু-একটা প্রশ্ন করে ছেড়ে দিয়েছে। লোকটা ভেবেছে, এ একটা বাচ্চা ছেলে, একে জিজ্ঞেস করে কী আর এমন পাওয়া যাবে!

কিন্তু ওরা যদি ঠিকমতো তাকে চেপে ধরত, তাহলেই...

'ও ময়না, ও বাপ...' কুলসুম বানু ছেলের কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিল। 'কী রে, কিছু বলিস নে ক্যান?'

এবার সত্যি সত্যি রাগ হলো ময়নার। 'আরে, কী কও এই সব,' সে গলার রগ ফুলিয়ে চিৎকার করে উঠল। 'লাল মিয়ার কী অইছে, আমি কেমনে জাইনব? হারাই গেছে, না মইরি গেছে, আমি কিছু জানি নে। তয়...' নাকের শিকনি টেনে থেমে গেল ময়না।

'তয়?' সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইল কুলসুম বানু, কণ্ঠে চাপা আতঙ্ক।

ময়না অবশ্য প্রসঙ্গ বদলে ফেলল, হাতের উল্টো পিঠে নাকের শিকনি মুছে বলল, 'খিদে লাগিছে, খাইতি দাও।'

ছেলের জন্য মায়া হলো কুলসুম বানুর। মাথাটা টেনে বুকে নিল ময়নাকে।

এই ব্যাপারটা ময়নার একেবারে ভালো লাগে না। তার মনে হয়, এসব করে মা তাকে এখনো 'দুদু-বাইচ্চা' বানিয়ে রাখতে চায়।

কিন্তু সে মোটেই অমন কিছু নয়। ময়না এখন যথেষ্ট বড় হয়েছে। ইদানীং লোকচক্ষুর আড়ালে সে বিড়ি ফোঁকে। পল্টুকে নিয়ে নানা রকম খারাপ গল্প করে। তা ছাড়া হালিমা ফুফুর ঘরের টিনের ফুটো দিয়ে একদিন তারা হালিমা ফুফুর সঙ্গে জামশেদ ফুফাকে ন্যাংটো অবস্থায় কুস্তি করতেও দেখেছে।

যদিও দৃশ্যটা দেখার পর তার ভেতরে একধরনের অপরাধবোধ কাজ করেছে। তার মনে হয়েছে, ওটা বড়দের ব্যাপার, ওসবে নাক

গলানো তাদের উচিত হয়নি। এ কারণে গতকাল পল্টু যখন আবার কাজটা করতে চাইল, সে কঠিন গলায় পল্টুকে নিষেধ করে দিয়েছে। এতে পল্টু ময়নার ওপর নাখোশ হয়েছে, যদিও ময়না তাতে থোড়াই কেয়ার করে।

পল্টু যদি খুব বেশি বাড়াবাড়ি করে, তাহলে ওকেও সে লাল মিয়ার মতো...

কুলসুম বানু গরম ভাত বেড়ে দিয়েছে। মাটিতে বসে সেই ভাত মেখে মুখে তুলে খাচ্ছে ময়না। গরম ভাতের সঙ্গে পুঁটি মাছের সালুন। থালার এক কোণে পেঁয়াজ আর লবণ। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, খুব আরাম করে খাচ্ছে সে।

আহা রে, কতই না খিদা পেয়েছিল ছেলেটার! ভাগ্যিস মনে করে বাড়িতে এসেছে। তা না হলে খিদাপেটেই সারা দিন টইটই করে ঘুরে বেড়াত।

কুলসুম বানু তীক্ষ্ণ চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে আছে। ময়নার মুখ দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই।

লাল মিয়া ওর ভালো বন্ধু ছিল। যদিও প্রায়ই দুজনের ঝামেলা বাধত। দোষ ছিল লাল মিয়ার। সে উঠতে-বসতে ময়নাকে গালি দিত। সেই গালি ছিল সবই ময়নার বাপকে কেন্দ্র করে।

ময়নার বাপ, মানে কুলসুম বানুর স্বামী একজন পেশাদার চোর। ওটাই তার একমাত্র পেশা। বাড়িতে থাকে না বললেই চলে। হাতে টাকাপয়সা এলে হাজির হয়। মদখোর মানুষ। রাতের বেলা এসে ঝামেলা শুরু করে। তখন বাধে লঙ্কাকাণ্ড। এই নিয়ে খুব মজা লোটে বস্তির অন্য ঘরগুলো। কুলসুম বানু ও ময়নাকে এর জের টানতে হয় দিনের আলোতে।

লাল মিয়ার সঙ্গে ময়নার এসব নিয়ে ঝামেলা। কুলসুম বানু শুনেছে ময়নার মুখে।

একদিন রাতে কুলসুম বানুর বুকে মুখ ডুবিয়ে ঘুমানোর সময় হঠাৎ ময়না বলে ওঠে, 'লাল মিয়ারে আমি কিন্তু খুন কইরব।'

ছেলের মুখে এ কথা শুনে চমকে উঠেছিল কুলসুম বানু। তটস্থ গলায় বলেছিল, 'ক্যান বাপ, এই কথা বলতিছিস ক্যান?'

ময়না গোঁয়ারের মতো বলেছিল, 'লাল মিয়া আমারে বাপ তুইলি গালি দেয়। কয়, চোরের ব্যাটা চোর। আইচ্ছা আম্মা, তুমি কও দেহি, আমি কি চোর?'

ছেলেকে বুকের আরও গভীরে টেনে নিয়ে কুলসুম বানু বলে, 'এই সব বাজে কথা, একদম বাজে কথা...বাজে কথায় কান দেওয়া লাগে না, বাপ!'

'কান আমি দিতি চাই নে,' কঠিন গলায় বলেছিল ময়না। 'কিন্তু লাল মিয়া আমার কানের কাছে এইসি একই কথা কয়। আমার তহন মনে চায় অরে ধইরি মাডিতে গেইড়ি ফেলি।'

ময়নার কণ্ঠ শুনে ভীত হয়ে পড়েছিল কুলসুম বানু, ছেলের কথাগুলো কেমন যেন শীতল আর খসখসে শোনাচ্ছিল।

'ও বাপ, না, তুই অরে কিছু বলবি নে,' কণ্ঠে মমতা ঠেলে ময়নাকে বুঝিয়েছিল কুলসুম, তারপর হঠাৎই খেয়াল করল, তার বুকের কাছটা কেমন যেন ভেজা ভেজা। কুলসুম বানু ছেলের মাথাটা উঁচু করে ধরতেই তার কলিজা মোচড় দিয়ে ওঠে। সে আবিষ্কার করে, ময়না তার বুকে মুখ ডুবিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ময়নার দুচোখ থেকে গড়িয়ে পড়া অশ্রুতে ভিজে যাচ্ছে কুলসুম বানুর বুকের কাপড়।

'কান্দে না, বাজান, কান্দে না,' ছেলেকে আরও শক্ত করে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরেছিল কুলসুম বানু, এক হাতে ওর চুলে বিলি কাটছিল। এত অভিমানী হয়ে জন্মাল তার এই ছেলেটা, একে নিয়ে সে কী করবে! কোথায় যাবে?

পৃথিবীটা খুব সহজ জায়গা নয়, অভিমানী মানুষের কোনো জায়গা নেই এখানে। অথচ ময়নার বুকের মাঝে অসম্ভব স্পর্শকতার একটা মন আছে, যেটা ওকে সারাক্ষণ খোঁচাখুঁচি করে। একটু এদিক-ওদিক হলেই ছেলেটা অস্থির হয়ে যায়।

এই ঘটনার ঠিক তিন দিন পর লাল মিয়া উধাও! যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে জলজ্যান্ত এক মানবসন্তান।

অবশ্য লাল মিয়ার মতো পাজি ছেলেকে মানবসন্তান ভাবতে কষ্ট হয় কুলসুম বানুর, এই প্রকৃতির দুই-চারটা বান্দর যদি গায়েব হয়ে যায়, তাতে কারও কোনো ক্ষতি নেই। কেবল ছেলেটার মায়ের জন্য যা একটু খারাপ লাগে। কিন্তু সন্তানের অনাচারের দায় তো তার বাপ-মাকে নিতেই হবে। যেমন ময়নার ক্ষেত্রে সে নিজে ভার বহন করে চলেছে।

ময়নার খাওয়া শেষ। সে হাত ধুয়ে বলল, 'যাইগা।'

'কই যাবি এহন?'

'পল্টুর লগে গুটি খেলি।'

'কুনু ঝামেলা কইরো না, বাপ,' কুলসুম বানু সাবধান করল ছেলেকে। যদিও সে জানে, ময়না কখনোই আগবাড়িয়ে কারও সঙ্গে ঝামেলা করে না। কেবল কেউ যদি ওর পায়ে পা মাড়িয়ে ঝামেলা করে, তাহলে অন্য কথা। তখন অসম্ভব খেপে যায় ছেলেটা। একেবারে উন্মাদ হয়ে ওঠে। খুন করার জন্য ছটফট করতে থাকে। তখন অনেক বুঝিয়েও লাভ হয় না ময়নাকে।

পাগল ছেলেটাকে নিয়ে তাই সারাক্ষণ চিন্তায় থাকে কুলসুম বানু। কখন কী ঘটে ভেবে আতঙ্কিত হয়। যদিও আসন্ন কোনো দুর্ঘটনা ঠেকিয়ে রাখার ক্ষমতা কুলসুম বানুর হাতে নেই।

এই ব্যাপারে বড় অসহায় সে।

বড়ই বিপন্ন।